ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সালমানকে যেভাবে মারতে চেয়েছিল দুর্বৃত্তরা
পৃঃ ৫

ক্রিকেটকে বিদায় বললেন কার্তিক
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫৩ ● কলকাতা ● ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৬ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অনেকেই মনে করছেন
আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করতে পারেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিক জনমুখী প্রকল্প নিয়ে এসেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল লক্ষীর ভান্ডার। বাংলার মা-বোনেদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।সাধারণ শ্রেণীর মহিলাদের জন্য ৫০০ টাকা করে ভাতা বেড়ে হয় এক হাজার। তফসিলি শ্রেণীর মহিলাদের জন্য এক হাজার টাকা থেকে ভাতা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২০০ টাকা। তবে এবার বড় খবর উঠে আসছে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ফের একবার লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধি পেতে পারে।অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে

এরপর ৩ পাতায়

১ লক্ষ টাকা চেয়ে কংগ্রেসের দপ্তরে
ভিড় জমালেন মুসলিম মহিলারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১ লক্ষ টাকা চেয়ে কংগ্রেসের দপ্তরে ভিড় জমালেন মুসলিম মহিলারা। ভোটের ফলপ্রকাশের পরদিনই দেখা গেল, লখনউয়ের কংগ্রেস দপ্তরের সামনে মহিলাদের লম্বা লাইন। হাত শিবিরের দেওয়া গ্যারান্টি কার্ড দেখিয়ে তাঁদের দাবি, এবার তাঁদের প্রাপ্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হোক।উল্লেখ্য, লোকসভায় এবার উত্তরপ্রদেশ থেকে ৬টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। জোটসঙ্গী সপা পেয়েছে ৩৭টি আসন। তবে হাত শিবিরের এই প্রতিশ্রুতি পূরণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার এখনও টপকাতে পারেনি ইন্ডিয়া জোট। অন্যদিকে, ২৭৭ আসনের বেশি চলে গিয়েছে ইন্ডিয়ার দখলে। কে সরকার গড়বে কেন্দ্রে, তা নিয়ে এখনও চলছে জল্পনা।আসলে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে একাধিক পরিবারের হাতে এই 'গ্যারান্টি কার্ড' তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস । দলের তরফে বলা হয়, ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক বছর দরিদ্র পরিবারের প্রধান মহিলা সদস্যকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই কার্ডে। বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে সাড়ে ৮ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এই মর্মে মহালক্ষ্মী প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস।

কিন্তু সেই ঘোষণার জেরেই এবার বিপাকে পড়তে চলেছে হাত শিবির। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে দেখা গিয়েছে,

এরপর ৩ পাতায়

সরকার গঠনের দাবি জানাতে যাচ্ছেন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজয়ী জোট এনডিএ-র বৈঠক শেষ হলেই জোট সরকার গঠনের দাবি জানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে সরকার গঠনের দাবি জানাতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডু।এদিন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের সঙ্গে এক বিমানে রাজধানীতে পৌঁছলেও নীতীশ কুমার দিল্লি নেমেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার তো বনেগি হি। জেডিইউয়ের এমপি সঞ্জয়কুমার ঝা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই এনডিএ সরকার গঠন করবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছে।এদিন বিকেলে জোট শরিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে।

বুধবার বিকেলে জোট শরিক দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মোদী। সেখানে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা হয় এবং সরকার গঠনের প্রক্রিয়া নিয়েও রফাসূত্র বের করার চেষ্টা হয়। উল্লেখ্য, ২৯২টি আসন পেয়ে এই মুহূর্তে সরকার গঠনে চালকের ভূমিকায় রয়েছে এনডিএ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তেলুগু দেশম পার্টি চন্দ্রবাবু নাইডু, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং জেডিইউ নেতা লালন সিং ও সঞ্জয় ঝা উপস্থিত ছিলেন আলোচনায়। এই দলগুলি ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের শরিক দল পবন কল্যাণের জনসেনা পার্টির দিকেও পাখির চোখ রয়েছে মোদীর।বৈঠকের আগে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, আমরা এনডিএ-তে আছি। আমি শরিক দলের বৈঠকে যাচ্ছি। প্রসঙ্গত, অন্ধ্রে তেলুগু দেশম পার্টি ২৫টি লোকসভা ভোটের মধ্যে ১৬টিতে জিতেছে। বিহারে ৪০টি আসনের মধ্যে জেডিইউ জিতেছে ১২টি কেন্দ্রে। ফলে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এই দুই দলই নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে বলে নিঃসন্দেহ রাজনৈতিক মহল।

রাজ্য সভাপতি হিসাবে
দায় তো আমারই। সব সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারিনি:সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টার্গেট ছিল ৩০ আসন। হল না। বরং জেতা আসনও হারতে হয়েছে বঙ্গ বিজেপি-কে। শুধু হার নয়। বলা চলে মুখ থুবড়ে পড়েছে। বঙ্গ বিজেপির এক সময়ের সভাপতি দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের মতো তাবড়-তাবড় নেতারা হেরেছেন। কীভাবে এই ফল সম্ভব? কোথাও কি ভুল ছিল? এরই উত্তর দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে যখন বিজেপি ১৮ আসন জিতেছিল। সেই সময় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ রাজনীতিতে বিজেপি যে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে, তার বীজ বপন হয়েছিল দিলীপ জমানাতেই। ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল

এরপর ৩ পাতায়

খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হতে চলেছে ৩,২৮৮.৫২ লক্ষ টন,

যা গত ৫ বছরের গড় খাদ্যশস্য উৎপাদনের থেকে ২১১ লক্ষ টন বেশি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক ২০২৩-২৪ সালের জন্য প্রধান কৃষি ফসলগুলির উৎপাদনের তৃতীয় আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করেছে। গত কৃষিবর্ষ থেকে গ্রীষ্মকালীন শস্য ও রবিশস্যের হিসাব আলাদাভাবে করা শুরু হয়েছে। এবারের আনুমানিক হিসাবে খরিফ, রবি ও গ্রীষ্মকালীন শস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূলত রাজ্য কৃষি পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষগুলির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব তৈরি হয়েছে। রিমোট সেন্সিং, সাপ্তাহিক শস্য ও আবহাওয়া নজরদারি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এগুলি যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিস্থিতি, পূর্ববর্তী প্রবণতা, দামের ওঠা-পড়া, বাজারে সব্জির যোগান প্রভৃতিও এই হিসাব তৈরির সময়ে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ নীচে দেওয়া হল:

মোট খাদ্যশস্য-৩,২৮৮.৫২ লক্ষ টন

- ধান-১,৩৬৭ লক্ষ টন
- গম-১,১২৯.২৫ লক্ষ টন
- ভুট্টা-৩৫৬.৭৩ লক্ষ টন
- শ্রীঅন্ন ১৭৪.০৮ লক্ষ টন
- অড়হড় ডাল ৩৩.৮৫ লক্ষ টন
- কলাইয়ের ডাল- ১১৫.৭৬ লক্ষ টন

মোট তৈলবীজ- ৩৯৫.৯৩ লক্ষ টন

- সয়াবীন-১৩০.৫৪ লক্ষ টন
- রেপসিড ও সরিষা-১৩১.৬১ লক্ষ টন

আখ-৪,৪২৫.২২ লক্ষ টন

তুলো- ৩২৫.২২ লক্ষ বেল(প্রতিটি ১৭০ কিলো করে)

পাট-৯২.৫৯ লক্ষ বেল(প্রতিটি ১৮০ কিলো করে)

এবার মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ হতে চলেছে ৩,২৮৮.৫২ লক্ষ টন, যা গতবছর ২০২২-২৩-এর থেকে সামান্য কম হলেও গত ৫ বছরের(২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩) গড় উৎপাদনের থেকে ২১১ লক্ষ টন বেশি। চালের মোট উৎপাদন ধরা হয়েছে ১,৩৬৭ লক্ষ টন। ২০২২-২৩ সালে এই পরিমাণ ছিল ১,৩৫৭.৫৫ লক্ষ টন। অর্থাৎ এবার উৎপাদন ৯.৪৫ লক্ষ টন বাড়তে চলেছে। গমের উৎপাদন ১,১২৯.২৫ লক্ষ টন হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা গতবছরের তুলনায় ২৩.৭১ লক্ষ টন বেশি। শ্রীঅন্নের উৎপাদন এবার ১৭৪.০৮ লক্ষ টন অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩-এর তুলনায় ০.৮৭ লক্ষ টন বেশি। দানাশস্যের উৎপাদন এবার ৫৪৭.৩৪ লক্ষ টন হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা গড় উৎপাদনের থেকে ৪৬.২৪ লক্ষ টন বেশি।

অড়হড় ডালের উৎপাদন ৩৩.৮৫ লক্ষ টন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা গতবছরের ৩৩.১২ লক্ষ টনের থেকে ০.৭৩ লক্ষ টন বেশি। মুসুর ডালের উৎপাদন ১৭.৫৪ লক্ষ টন হতে পারে, যা গতবছরের ১৫.৫৯ লক্ষ টনের তুলনায় ১.৯৫ লক্ষ টন বেশি। সয়াবীনের উৎপাদন ১৩০.৫৪ লক্ষ টন হতে পারে। রেপসিড ও সরিষার উৎপাদন হতে পারে ১৩১.৬১ লক্ষ টন, যা গতবছরের তুলনায় ৫.১৮ লক্ষ টন বেশি। তুলোর উৎপাদন হতে চলেছে ৩২৫.২২ লক্ষ বেল(১৭০ কেজি করে), আখের উৎপাদন হতে পারে ৪,৪২৫.২২ লক্ষ টন।

খরিফ শস্যের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করার সময় ফসল কাটার পরের উৎপাদনকে নেওয়া হয়েছে। কাজে লাগানো হয়েছে ডিজিটাল জেনারেল ক্রপ এস্টিমেশন সার্ভের ফল। রবি মরশুমে ১৬টি রাজ্যে এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন শস্যের উৎপাদন নির্ধারণের জন্য গত ৩ বছরের গড় উৎপাদন বিবেচনা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের তৃতীয় আনুমানিক হিসাবের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে upag.gov.in ওয়েবসাইটে।

এনডিএ জোটের সাথেই

থাকছেন চন্দ্রবাবু নাইডু

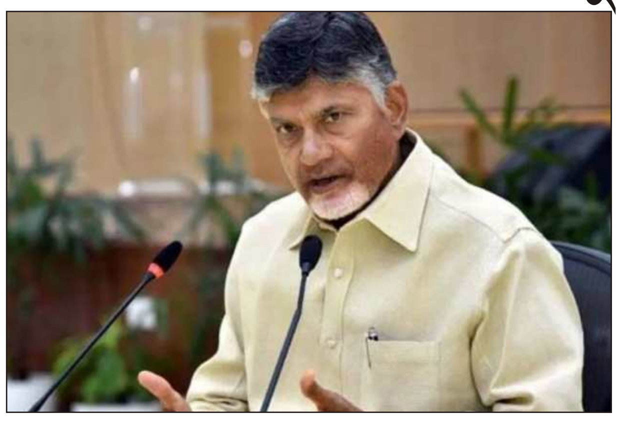

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি । দেশের চিত্রও আমূল পাল্টে গিয়েছে। ২০১৪ তারপর ২০১৯ সালে একার দমেই সরকার গঠন করার ক্ষমতা ছিল বিজেপির। তবে এবার ৪০০ পার তো দূর, এমনকি ম্যাজিক ফিগারের থেকেও অনেকে পেছনে গেরুয়া শিবির। বিজেপি পেয়েছে মাত্র ২৪০ টি আসন। ওদিকে গোটা এনডিএ মিলে পেয়েছে ২৯২ খানা আসন।ওদিকে লোকসভা নির্বাচনেও ঝড় তুলেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি। এই আবহে মোদীর একমাত্র ভরসা জোটসঙ্গী। তাদের সঙ্গে নিয়েই সরকার গঠন করতে হবে। ওদিকে এখন থেকেই জোট ভাঙিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করবে কংগ্রেস। সেই প্রচেষ্টা শুরুও করে দিয়েছে বিরোধী দলগুলি। বুধবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক রয়েছে। সেখানে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই দিকে নজর থাকবে সকলের।এই অবস্থায় বিজেপির ভরসা এখন শরিক দলগুলি।

বিজেপিই সরকার গড়বে তা প্রায় নিশ্চিত। তবে বিরোধীদের দাপটে সরকার ইচ্ছা মতো চালানো খুব একটা সহজ হবে না। এরই মাঝে সরকার গঠনের বিষয়ে আরও নিশ্চিত হতে চন্দ্রবাবু নাইডুকে ফোন করলেন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। এই চন্দ্রবাবু এখন জাতীয় রাজনীতিতে বড়সড় ফ্যাক্টর। গোটা খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন ইনি।

এবারের লোকসভায় চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপির সঙ্গে এবারে বিজেপি এবং পবন কল্যাণের জনসেনা জোট বেঁধে নেমেছিল। গতকাল সামনে এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলও। ক্ষমতাসীন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টিকে রীতিমতো বিনাশ করে ১৭৫ আসনের বিধানসভা ভোটে টিডিপি ১৩২টি আসনে, জনসেনা ২০ আসনে, বিজেপি ৭ আসনে জিতেছে বলে খবর। আর ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি মাত্র ১৬ আসনে জয়লাভ করেছে।

তবে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে চন্দ্রবাবু। তিনি এনডিএ জোটের সাথেই থাকছেন তা কার্যত পরিষ্কার। তবে অন্ধ্রকে আপাতত নিজেদের দিকে রেখে সরকার গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। তাই পরিস্থিতি বুঝে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মোদী। অমিত শাহও ফোন করেন চন্দ্রবাবুকে।

'সেন্ট্রাল এক্সাইজ বিল, ২০২৪'-এর

খসড়া নিয়ে ২৬ জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের পরামর্শ চাইলো সিবিআইসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : 'সেন্ট্রাল এক্সাইজ বিল, ২০২৪'-এর খসড়া নিয়ে ২৬ জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে পরামর্শ চেয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব দপ্তরের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি)। 'সেন্ট্রাল এক্সাইজ বিল, ২০২৪'-এর ওপর একটি খসড়া তৈরি করেছে সিবিআইসি। এই বিল অনুমোদিত হলে, তা ১৯৪৪-এর সেন্ট্রাল এক্সাইজ আইনের পরিবর্ত হিসেবে কাজ করবে। এই বিলে ব্যবসার সরলীকরণ সহ পুরনো বহু কিছু বাতিল করে আধুনিক সেন্ট্রাল এক্সাইজ আইনের সর্বাত্মক সংযোজন ঘটানো হয়েছে। বিলটিতে ১২টি অধ্যায় এবং ১১৪টি ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। 'সেন্ট্রাল এক্সাইজ বিল, ২০২৪'-এর খসড়াটি সিবিআইসি-র ওয়েবসাইটে (https://www.cbic.gov.in) আপলোড করা হয়েছে এবং ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত চাওয়া হয়েছে। http://cx.stwing [at]gov [dot]in এই ই-মেলও পরামর্শ/মতামত পাঠানো যেতে পারে।

টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের নিউরো সার্জারি বিভাগ মস্তিষ্কের টিউমারের

জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য দেশের মধ্যে প্রথম অত্যাধুনিক ইন্ট্রাঅপারেটিভ ইমেজিং যন্ত্র নিয়ে এল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের নিউরো সার্জারি বিভাগ মস্তিষ্কের টিউমারের জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য দেশের মধ্যে প্রথম অত্যাধুনিক ইন্ট্রাঅপারেটিভ আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্র নিয়ে এল। ডাক্তার আলিয়াসগর মইয়াদির নেতৃত্বে হাসপাতালের নিউরো সার্জারি দল ভারতে এই যন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। বিশ্বের নিরিখেও এই দল প্রথম সারিতে রয়েছে। এই যন্ত্রের খরচ কম এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে এটি ব্যবহার করলে তা নিউরোসার্জেনদের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। মস্তিষ্কের টিউমারের নিরাপদ ও নির্ভুল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইন্ট্রাঅপারেটিভ ইমেজিং এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এরসঙ্গে একটি সার্জিক্যাল জিপিএস সিস্টেম থাকায় এই যন্ত্র টিউমারের অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে সাহায্য করে। এরসঙ্গে ব্রেন ম্যাপিং-এর কৌশলগুলি যুক্ত করা হলে, মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি থেকেও টিউমার সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা যায়। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের উপ অধিকর্তা ডাক্তার শৈলেশ শ্রীখন্ডে, হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান ডাক্তার আলিয়াসগর মইয়াদি এবং উইপ্রো জি ই হেল্থ কেয়ারের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর চৈতন্য সারাওয়াতের উপস্থিতিতে গত পয়লা জুন হাসপাতালে এই পদ্ধতির সূচনা হয়েছে। ডাক্তার মইয়াদি বলেন, এই অত্যাধুনিক যন্ত্র বিপুল সংখ্যক ব্রেন টিউমারের রোগীর চিকিৎসায় সাহায্য করবে। অনেকেই বেশি খরচের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারেন না। কিন্তু, এই ব্যবস্থার খরচ কম হওয়ায় বহু রোগী উপকৃত হবেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁর দলের সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। চৈতন্য সারাওয়াতে বলেন, এই যৌথ উদ্যোগ ভারতে অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির এক মাইল ফলক হয়ে থাকবে। এরফলে, নিউরোসার্জারির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব আসতে চলেছে।

রেশন দুর্নীতি নিয়ে নতুন করে

তলব শুরু করেছে ইডি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি নিয়ে নতুন করে তলব শুরু করেছে ইডি। কিছুদিন আগেই ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল সংস্থা। তবে ইডির তলবে সাড়া দিলেন না অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। রেশন দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি ।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার এক অভিযুক্তের সঙ্গে টলিউড অভিনেত্রীর প্রায় এক কোটি টাকা নগদ লেনদেনের হদিস মিলেছে। বিপুল এই অর্থ সম্পর্কে জানতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে ইডি। এর আগে রেশন দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে রাজনৈতিক ব্যক্তি সহ ব্যবসায়ীর। গত বছর অক্টোবর মাসে রেশন মামলায় গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। গ্রেফতার হয়েছেন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য সহ আরও অনেকে।তবে বুধবার তিনি হাজিরা দেননি। সূত্রর খবর, এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত কাজে মার্কিন মুলুকে রয়েছেন ঋতুপর্ণা। বিদেশে থাকার কারণে ইডি দফতরে যেতে পারেননি। ইতিমধ্যেই এ কথা তিনি ইডি আধিকারিকদের ইমেল করে জানিয়েছেন। পাশাপাশি অভিনেত্রী এও জমিয়েছেন ৬

এরপর ৩ পাতায়

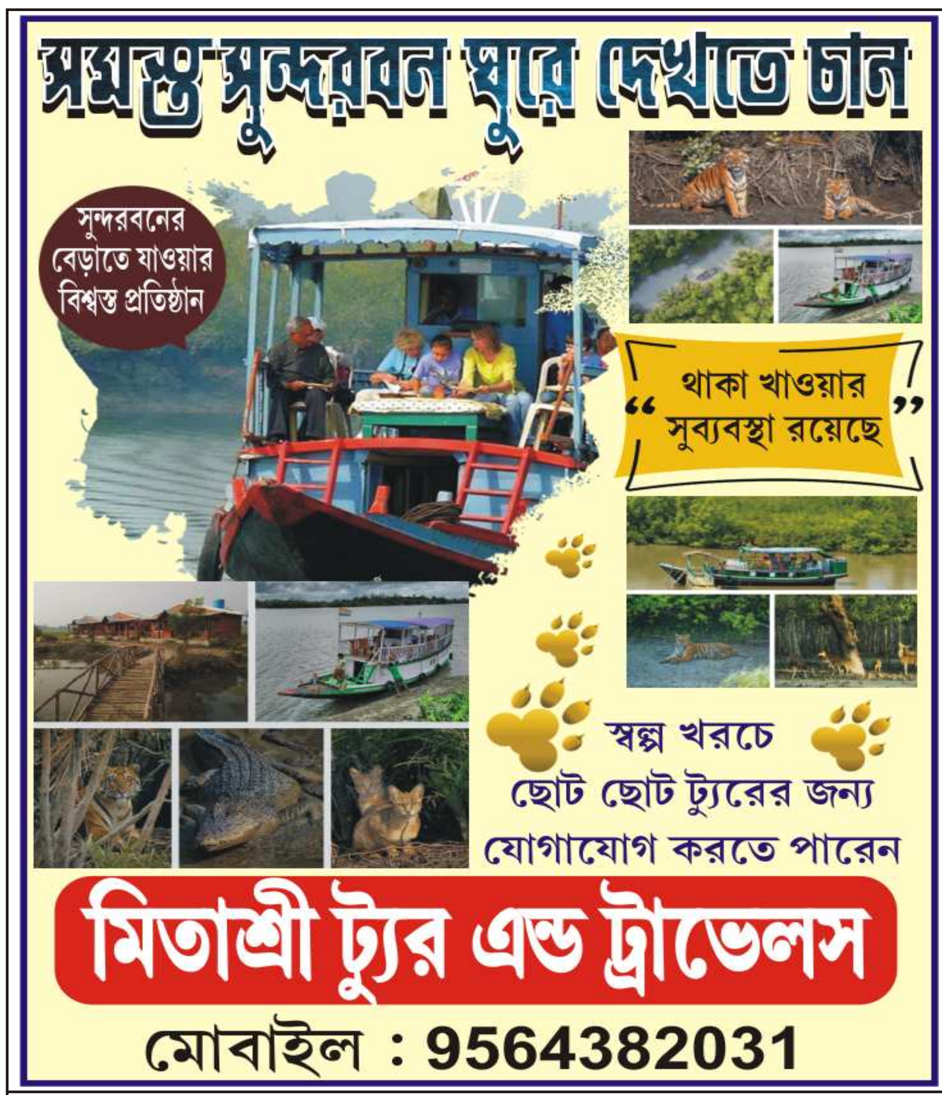

বিদেশি সংবাদপত্রে বিজেপির প্রশংসা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স দেশের বৃহত্তম জোট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যেটি সহজেই ২৭২-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অতিক্রম করেছে। যদিও, বিজেপি তার নিজস্ব ৩৭০ টি আসন এবং তার মিত্রদের সহযোগিতায় ৪০০ টিরও বেশি আসন জয়ের লক্ষ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে।এদিকে, "দ্য গার্ডিয়ান" জানিয়েছে, নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসতে প্রস্তুত। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, তিনি নিরঙ্কুশ জয় পাননি। বিরোধী জোট প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। যেখানে "টাইমস" লিখেছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর খারাপ পারফরম্যান্সের রাজনৈতিক পরিণতি হবে। অন্তত, বিজেপিকে তার বিদ্যমান বহুদলীয় জোটের ছোট সদস্যদের উপর বেশি নির্ভর করতে হবে। তাদের মধ্যে দুজন মোদীর "হিন্দু-ফার্স্ট" এজেন্ডাকে সমর্থন করে না।" অপরদিকে, "আল জাজিরা" লিখেছে যে, ভারতের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। সরকার গঠনের জন্য তাঁর জোট দরকার। এক্সিট পোলকে অস্বীকার করে, বিরোধী দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে বিজেপিকে চমকে দিয়েছে। যা সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তন করেছে।তবে, নরেন্দ্র মোদীর টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, এবারের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিদেশি গণমাধ্যমগুলির একের পর এক প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে। যেখানে পাকিস্তান ও চিনের গণমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি খুশি দেখা গেছে। তবে, আমেরিকান মিডিয়া এই বিষয়ে ভারসাম্যের সাথে মতামত দিয়েছে।

পাকিস্তানের সংবাদপত্র "ডন"-এর ওয়েবসাইটে ভারতের নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক কভারেজ দেওয়া হয়েছে। তার একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে যে ভারতে ভোট গণনায়, প্রধানমন্ত্রী মোদীর জোট আশ্চর্যজনকভাবে অল্প ব্যবধানে জিতেছে। পাশাপাশি যেখানে রাম মন্দির উদ্বোধন করা হয়েছিল সেই অযোধ্যাতেও বিজেপি হেরেছে। একই সঙ্গে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে ভোটাররা বিজেপিকে শাস্তি দিয়েছেন। ডন আরও জানিয়েছে, মোদীর হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের তৃতীয় জয় ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আবারও ভয় বাড়াবে। এদিকে

এরপর ৩ পাতায়

ফের গাজায় ভয়ংকর আঘাত হানল ইজরায়েল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের গাজায় ভয়ংকর আঘাত হানল ইজরায়েল! মঙ্গলবার মধ্য ও দক্ষিণ গাজায় 'অগ্নিবর্ষণ' করে ইজরায়েলি বিমানবাহিনী। এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৯ জনের। যার মধ্যে রয়েছেন দুজন পুলিশকর্মীও। বিভিন্ন দেশের চাপ, আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ সব কিছু উপেক্ষা করে রাফা-সহ গোটা গাজা ভূখণ্ডে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ।ইউরোপীয় দেশগুলোর এই পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশ প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একটাই। সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করা। শমরিয়া ও যিহুদিয়ার ৮০ শতাংশ প্যালেস্তিনীয় গত ৭ অক্টোবরের হামলাকে সমর্থন করে। এটা একটা সন্ত্রাসী দেশ হয়ে উঠবে। ওরা বার বার ৭ অক্টোবরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। আমরা তা কখনই হতে দেব না। সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করলেই শান্তি ফিরবে না। আর আমরা হামাসকে খতম করবই। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।" বিশ্লেষকদের মতে, প্যালেস্টাইন ইস্যুতে এবার ইউরোপের এই ৪ দেশের সঙ্গে কার্যত 'ঠান্ডা লড়াই'য়ে জড়িয়েছেন নেতানিয়াহু। আগামিদিনে এই সংঘাত কোনদিকে যায় সেদিকেই নজর কূটনৈতিক মহলের। এদিকে, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে ইউরোপের তিনটি দেশ। এবার তালিকায় যুক্ত হয়েছে স্লোভেনিয়ার নাম।

হামাস জঙ্গিদের সমূলে শেষ করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ। পণবন্দিদের খুঁজতে জেহাদিদের ডেরা তোলপাড়

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

১ লক্ষ টাকা চেয়ে কংগ্রেসের দপ্তরে ভিড় জমালেন মুসলিম মহিলারা

উত্তরপ্রদেশে অনবদ্য ফল করেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট। তার পরেই কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজেদের দাবি জানাতে পথে নেমে পড়েছেন লখনউয়ের মহিলারা। অনেকের দাবি, এই টাকা পাবেন বলে তাঁরা ফর্ম ফিলআপ করেছেন। কেউ আবার বলছেন, এই গ্যারান্টি কার্ডের রসিদ রয়েছে তাঁদের কাছে।

১-ম পাতার পর

রাজ্য সভাপতি হিসাবে দায় তো আমারই। সব সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারিনি:সুকান্ত

পর্যন্ত বঙ্গ বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এরপর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাঁরই নেতৃত্বে এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসাবে উঠে আসে বিজেপি। তারপর একুশের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দিলীপের উত্তরসূরি হিসেবে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন সুকান্ত মজুমদার। এবারের ভোটে রাজ্য বিজেপিতে প্রধান দুই মুখ হিসেবে বার বার দেখা গিয়েছে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। দলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, নির্বাচনে কে কোথায় দাঁড়াবেন সেই বিষয়টিও ঠিক করেছিলেন শুভেন্দু। বদল করা হয় দিলীপ ঘোষের কেন্দ্র। কিন্তু ফল ঘোষণার পর দেখা গেল ৩০ আসন তো দূরের কথা, ১২ আসন নিয়েই ক্ষান্ত হল বঙ্গের পদ্ম শিবির। সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, "পার্টির মধ্যে অবশ্যই আলোচনা করব। রাজ্য সভাপতি হিসাবে দায় তো আমারই। সব সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারিনি। কিন্তু দায় তো আমাকেই নিতে হবে। আমি পিছু পা হব না। সিদ্ধান্ত হয়ত অন্য কেউ নেবে। তবে দায় আমাকেই নিতে হবে।" ফলে, নাম না করে কার দিকে তিনি এই আঙুল তুললেন সে কথা যদিও জানা যায়নি। একই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, "আমার বিশ্বাস ছিল দিলীপদা জিতে যাবেন। উনি আমাদের সকলের নেতা। আমরা সকলে শ্রদ্ধা করি। ওনার কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্যই হয়ত হেরে গেলেন।" তবে সুকান্ত এখনও মেনে নিতে পারেননি নিশীথ প্রামাণিকের পরাজয় নিয়ে। তিনি বলেন, "নিশীথ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। ভেবেছিলাম সিট ঠিক বের করে নেবে। কোনও কারণে হয়ত হয়নি। পরেরবার জিতে যাবে।"

১-ম পাতার পর

অনেকেই মনে করছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করতে পারেন

সমাজের বৃহত্তর অংশের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকের মতে সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প বাড়তি মাইলেজ দিয়েছে তৃণমূলকে।

লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প চালু করা হয় ২০২১ সালে। সেই সময় সাধারণ শ্রেণীর মহিলাদের মাসে ৫০০ টাকা ও তফসিলি শ্রেণীর মহিলাদের মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাতার পরিমান প্রায় দ্বিগুণ করে দেয়।

ভবিষ্যতে ১০০০-১২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০-২০০০ টাকা ভাতা হতে পারে লক্ষীর ভান্ডারে। লোকসভা নির্বাচনে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প যে তৃণমূলকে অক্সিজেন দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই অনেকেই মনে করছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

২ পাতার পর

বিদেশি সংবাদপত্রে বিজেপির প্রশংসা

আরেককটি নিবন্ধে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর তৃতীয় মেয়াদে বিশ্বব্যাপী ঠিক কি প্রভাব পড়তে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়।

অপরদিকে, চিনের "গ্লোবাল টাইমস" জানিয়েছে, মোদীর জোট সামান্য ব্যবধানে জিতেছে। তাঁর তৃতীয় মেয়াদে অর্থনৈতিক সংস্কার কঠিন মিশন হয়ে উঠবে। চিনা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, এখন মোদীর চিনা উৎপাদনের সাথে প্রতিযোগিতা এবং ভারতের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কঠিন হবে। অন্যদিকে "ওয়াশিংটন পোস্ট" জানিয়েছে, এই ফলাফল বিজেপির প্রতি সমর্থন কমিয়ে দিয়েছে। যা কয়েক দশকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভারতীয় রাজনীতিবিদ মোদীর অপরাজেয় ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

২ পাতার পর

রেশন দুর্নীতি নিয়ে নতুন করে তলব শুরু করেছে ইডি

জুনের পর তাকে ডাকা হলে তিনি হাজির হতে পারবেন। ইডি সূত্রে খবর, ফের একবার তলব করা হতে পারে তাকে ডাকা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ভোটের মধ্যেই জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত টলিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে রেশন দুর্নীতি মামলায় তলব করেছিল ইডি। প্রসঙ্গত এর আগে রোজভ্যালি কাণ্ডে উঠে এসেছিল টলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর নাম। ২০১৯ সালে অভিনেত্রীকে তলব করেছিল ইডি। সে সময় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হয়েছিলেন ঋতুপর্ণা। আর এবার ২০২৪ এ এসে রেশন দুর্নীতি।

এর আগে ইডির তলব পাওয়ার পর এক সংবাদমাধ্যমকে ঋতুপর্ণা জানান, "আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। রেশন দুর্নীতি কী? সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। কেন এই মামলায় তলব? আচমকাই এই খবর পেলাম। আমার কলকাতার বাড়িতেও ইডি তরফে কোনও চিঠি আসেনি।" অভিনেত্রী আরও বলেন, "সামনে নতুন ছবি আসছে। তার মাঝে এই খবর। আমার সম্মানহানি হল। যিনি সারা জীবন পরিশ্রম করে চলেছেন এমন একজনের অভিনেত্রীর সম্পর্কে হঠাৎ এমন বলে দেওয়া অন্যায়!" পাশাপাশি তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন ঋতুপর্ণা।

ফলহারিণী কালীপূজার পুণ্যদিবস

বেবি চক্রবর্ত্তী

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেকের ওপর গত হয়েছে।আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যদিবস। সামনে রাখা কলসীর মন্ত্রপূত জল দিয়ে ঠাকুর বারবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করলেন।তারপর মন্ত্র শুনিয়ে তিনি প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন----

"হে বালে,হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর(শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করে এঁতে আবির্ভূতা হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর!" .... বাহ্যজ্ঞানতিরোহিতা হয়ে শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হলেন।ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সঙ্গে আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হলেন।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

নবরাত্রির সপ্তমী তিথির দেবী হলেন কালরাত্রি। রাত্রিদেবী নির্বিচারে সব প্রাণীকে বিশ্রাম সুখ দেন। নিশ্চিন্ত নিদ্রার আরাম আসে রাত্রিতে। শরীর রক্ষার যে কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায় আছ তার অন্যতম হল নিদ্রা। এবং যোগীরা বলেন রাত্রি দশটা থেকে সকাল চারটা পর্যন্ত যদি কেউ নিশ্ছিদ্র, নিরুপদ্রবে ঘুমাতে পারে তাহলে তার আর সারাদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। সারাদিনের কর্মশ্রমে যেটুকু শরীরের ক্ষয় হয় তার পূরণের জন্য নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত্রি তাই জননীর মতন প্রাণী শরীরের রক্ষা করে। নিদ্রায় আমাদের বাহ্যচেতনা থাকে না। স্বপ্নহীন সুষুপ্তির গভীরে বিলীন হয়ে যায় আমার আমিত্ব।

জাগতিক নিয়মের গভীরে আর এক রাত্রি আছে, তার নাম মহারাত্রি। এই মহারাত্রির আর একটা নাম হল মহাপ্রলয়। মহারাত্রিতে লয় পেয়ে যায় সমস্ত বিশ্ব, নিখিল জগত ঘুমিয়ে পড়ে মার কোলে - আবার নতুন উদ্যমে জন্ম নেয় নতুন সৃষ্টি, মায়ের শক্তিতে। মহারাত্রিতে সব ঘুমিয়ে পড়লেও একমাত্র জেগে থাকেন, বিষ্ণু, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরচেতনা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হল কালরাত্রি। যখন কালরাত্রি তাঁর সুখনিদ্রার জাদুকরী ঘুমের কাঠি বুলিয়ে দেন সবার চোখে, তখন বিষ্ণুও ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু কর্ম থেকে বিশ্রাম নেওয়া ঈশ্বর কি করেন, কেবল নিদ্রিত থাকেন? না, তিনি সাধারণ প্রাণীর মতন সুষুপ্তিতে অচেতন হন না, ভুলে যান না সব। চন্ডীতে আছে,

'যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুঃ জগত্যেকার্ণবীকৃতে।/ আস্তীর্য শেষম্ অভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ।।'

প্রলয়ের সময় যখন পৃথিবী এক কারণ সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, তখন সৃষ্টির আদিকারণ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় ভজনা করছিলেন। কাকে ভজনা করছিলেন? তিনি ভজনা করছিলেন কালরাত্রি দেবীকে, দেবী যোগমায়াকে, যার প্রভাবে যোগনিদ্রায় যোগারূঢ় হয়ে, সৃষ্টিক্রিয়া থেকে বিরত থেকে তিনি নিজের স্বরূপে বিলীন হয়ে আছেন। মহাকালও তখন থাকেন না, থাকেন মহাকালিকা - যে আদি শক্তি তখন একমাত্র স্পন্দিত হতে থাকে, তিনি কালরাত্রি দেবী।

সেদিনের তিথিটা সপ্তমী ছিল না, ছিল ঘোর অমাবস্যা, কিন্তু সেখানে বিষ্ণু ভজনা করছিলেন সামনে গভীর ধ্যানে নিমগ্না এক অষ্টাদশীর। তারপর দুজনেই গভীর থেকে আরও গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। কোন যোগধ্যানে তাঁরা যোগনিদ্রাকে স্পর্শ করেছিলেন জানি না। রাত দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেলে অর্ধবাহ্যদশায় সেই মহাকারণের ধ্যানের গভীর থেকে ব্যুত্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ বিষ্ণু দেবীর চরণে নিবেদন করলেন নিজেকে, জপমালাটি তাঁর পায়ে অর্পণ করলেন।

ঈশ্বরের পূজ্যা যে ঈশ্বরী তিনি কালরাত্রি দেবী, তিনি বিঘ্ননাশ করেন, সিদ্ধি দেন। কালরাত্রির কুন্ডলিনী শক্তি সেই ফলহারিণী কালী পূজার রাত্রিতে জাগ্রতা হয়েছিল, আর আজও সেই পরমা শক্তি 'মা' হয়ে আমাদের বিঘ্ন নাশ করে চলেছেন।

যোড়শী পূজা :-

শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসংবাহন করিতে করিতে শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!"

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন- "মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।" ঐরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের স্বতই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান হইয়া উঠে এবং অন্তরের দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল-কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না। একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদের মন, প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণকামনা করিল না। ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখনও বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে ("জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া। দে'-ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে-কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে কখনও জগদম্বার অংশভাবে এবং কখনও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার ঠাকুরের সঙ্কল্প মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়াসর্বল অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রাসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, 'তাহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার স্ত্রীপাদপত্রে মন এতদূর তন্ময় ওইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাহার প্রাণে এক অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুনাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি এখন উহা কার্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

যোড়শী-পুজার আয়োজন :-

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে। আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপুজার পুণ্যদিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য অস্তগমন করিল, ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে 'দেবীর বিশেষ পূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং 'রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালে সেবা-পূজা-সমাপনান্তর দীনু পূজারী আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। "দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতা ঠাকুরানীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতঃপূর্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন। শ্রীশ্রী সারদা মাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূজা-করণ।

পুজাদ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ইতঃপূর্বে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন, তাহা সম্যক না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তিনি এখন পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপুত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন।

অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন- "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ "দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে যোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপ-পূজাদি বাহ্যজ্ঞান তিরোহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও দেবী চরণে সমর্পণ

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন 'দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন-

"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি

শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।" পূজা শেষ হইল-মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল-তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫৩ সংখ্যা ০৬ জুন, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

এবারের ভোটে কুপোকাত হলেন নীশীথ প্রামাণিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন অমিত শাহের ডেপুটি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। কোচবিহারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বিশেষে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু এবারের ভোটে কুপোকাত হলেন সেই নীশীথ প্রামাণিক। তৃণমূলের জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার কাছে হেরে গেলেন তিনি।তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে তৃণমূলে এসেছিলেন জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। প্রাক্তন শিক্ষক। সিতাইয়ের বিধায়ক। তাঁকেই এবার হেভিওয়েট নিশীথের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। এদিকে নিশীথকে পরাজিত করতে এবার কার্যত তৃণমূলের সব গোষ্ঠী ময়দানে নেমে পড়েছিল। সব দ্বন্দ্ব ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রচারে। অন্যদিকে বিজেপি সেই 'পুরনো কৌশলের' উপর ভিত্তি করে ভোটে জেতার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বড় জবাব পেলেন নিশীথ প্রামাণিক।

এবার কি করবেন? তৃণমূলে ফিরবেন নাকি অন্য রাস্তায়? প্রশ্নটা রাখা থাকল ভবিষ্যতের খাতায়।

প্রায় ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে পরাজিত। মঙ্গলবার আগেই ছেড়েছিলেন কাউন্টিং হল। কারণটা কী? তবে তার আগে জেনে নেওয়া যাক নিশীথ প্রামাণিক কীভাবে উঠে এসেছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে?

বিগত দিনে তৃণমূলেই ছিলেন তিনি। দিনহাটার ছোট্ট গ্রাম ভেটাগুড়িতে বসেই রাজনীতি করতেন। পরবর্তী সময়ে যুব তৃণমূলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। ভেটাগুড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও হয়েছিলেন তিনি। তবে তৃণমূলে থাকাকালীন মাদার তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর রেষারেষি ছিল মারাত্মক। এমনকী সেই সময় খুব দ্রুত তিনি রাজ্য তৃণমূল যুবারও ঘনিষ্ঠও হয়ে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে তিনি যোগ দেন বিজেপিতে। এরপর কোচবিহারের সাংসদ হয়ে যান তিনি। সেবার ৫৪ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এমনকী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদও পেয়ে যান তিনি। সেই শুরু। অনেকের মতে, এরপর থেকেই ক্রমেই বদলাতে থাকেন নিশীথ। ভেটাগুড়ির সেই গ্রামের সঙ্গে কার্যত দূরত্ব তৈরি হতে থাকে তাঁর। বলা ভালো কোচবিহারের সঙ্গেও তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। এমনকী জেলা বিজেপির নেতৃত্বও তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতেন না। এনিয়ে দলের অন্দরেও অসন্তোষ বাড়তে থাকে।

মাঝেমধ্যে যখন গ্রামে ফিরতেন তখন চারপাশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা বলয়। গ্রামের সহজ সরল মানুষ দূর থেকে দেখতেন সবটা। তবে কি এই অহঙ্কারেরই জবাব দিলেন সাধারণ মানুষ?

তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া জানিয়েছেন, এই জয় কোচবিহারবাসীর জয়। কোচবিহারবাসী জেলায় গুণ্ডারাজ খতম করতে চেয়েছিলেন। গুণ্ডারাজের বিসর্জন হল। তবে এনিয়ে বিজেপির কোনও বক্তব্য মেলেনি। তবে বিজেপি নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই এই ফল নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে শুরু করেছেন।

সম্পাদকীয়

নীলবাড়ির লড়াইয়ে সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় বিজেপি

২ থেকে ১৮ হতেই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছিল বিজেপি। ২০২১ সালে নীলবাড়ির লড়াইয়ে সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এর পরে বিজেপির স্বপ্ন ছিল দিল্লিবাড়ির লড়াইয়ে সাফল্য নিয়ে। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন থেকে সিএএ কার্যকর হওয়ার মতো ঘটনা, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা নানা দুর্নীতির অভিযোগ ও তদন্ত রাজ্যে পদ্মের জমি আরও মজবুত করবে বলেই অঙ্ক কষেছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।প্রার্থীবাছাই। বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য নেতারা প্রস্তাব করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এ বারে একগুচ্ছ বাইরের লোককে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কৃষ্ণনগরে 'রানিমা' অমৃতা রায় যেমন রয়েছেন, তেমনই সন্দেশখালির গৃহবধূ রেখা পাত্রও রয়েছেন। দলের একাংশের বক্তব্য, এঁদের প্রার্থী না করে দলের নেতাদের লড়তে দিলে মানুষের সমর্থনের আগে দলের কর্মীদের সমর্থন বেশি মিলত। যাতে জয়ের সম্ভাবনা বেশি ছিল। প্রার্থীবাছাই করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। সেই সঙ্গে কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, ২০২১ সালে তৃণমূল থেকে একঝাঁক নেতাকে নিয়ে যে ভুল হয়েছিল, সেটা আবার করা ঠিক হয়নি। রাজ্য স্তরের এক নেতার কথায়, "কলকাতা উত্তরে সদ্য দলে আসা তাপস রায়ের বদলে যদি দলের কোনও নেতা হারতেন, তাতে কী ক্ষতি হত? অন্তত বিজেপিতে এটা প্রতিষ্ঠিত হত যে, এই দলে নীচ থেকে উপরে উঠতে হয়। দলের হয়ে কাজ করলে পুরস্কার পাওয়া যায়।" ওই নেতারই বক্তব্য, ভোটের ঠিক আগে আগে অতীতে দল থেকে চলে যাওয়া অর্জুন সিংহকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রার্থী করা ঠিক হয়নি। এতে দল শুধু ব্যারাকপুরেই হারেনি, অন্য আসনেও এর প্রভাব পড়েছে। বারংবার দলবদলুদের যে মানুষ পছন্দ করে না, সে শিক্ষা কি বিধানসভা ভোট থেকেও নেননি নেতারা?"তাতে ভর করেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কমপক্ষে ৩০ আসন জয়ের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও একই অঙ্কে ভরসা রেখে বাংলায় দল সব চেয়ে ভাল ফল করবে বলে দাবি করেছিলেন। বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষা দেখার পরে আরও আশাবাদী হয়ে ওঠা বিজেপির তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে মঙ্গলবার। আর গণনা চলতে চলতেই শুরু হয়ে যায় হারের 'দায়' চাপানো। ফলপ্রকাশের পরদিন তা আরও জোরাল হয়েছে।অনেকেই মনে করছেন, ভোটে 'নেতৃত্ব' দেওয়ার মতো উপযুক্ত নেতা পাওয়া যায়নি। যাঁদের উপরে ভার ছিল, তাঁদের কেউ অনভিজ্ঞ, কেউ ভোটের রাজনীতিতে অতটা দড় নন আবার কেউ 'দ্বিতীয় সারির নেতা'। অনেকের মতে, ভোটে কেন্দ্রীয় 'পর্যবেক্ষক' থাকলে ফল এতটা খারাপ হতো না। কিন্তু তার পাল্টা অনেকে বলছেন, বিজেপিতে 'পর্যবেক্ষক প্রথা' আগেই ব্যার্থ হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তা পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত। ফলে তাতে খুব একটা লাভ হত না।বিজেপির অন্দরে এখন অনেক আলোচনা। সেই আলোচনায় সকলেই অপরপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলছেন। আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ত্রুটিও দেখাচ্ছেন অনেকে। তবে রাজ্য বিজেপির পক্ষে প্রকাশ্যে যা দাবি করা হচ্ছে, তাতে বাংলার ফল আদৌ দলের কাছে 'বিপর্যয়' নয়। রাজ্যের প্রধান মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, "আমরা নেতৃত্বের দেওয়া লক্ষ্যপূরণ করতে পারিনি ঠিকই। তবে এটা কখনওই বিপর্যয় নয়। আশা ছিল, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। বিধানসভা নির্বাচনের পরে যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে যতটা লড়াই দেওয়ার দল দিয়েছে। সেইমতোই ফল হয়েছে।" একই সঙ্গে এই ফল নিয়ে দলে বিচার-বিশ্লেষণ হবে জানিয়ে শমীক বলেন, "আমরা কারণ খুঁজব তো বটেই। তবে এখন ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস থেকে দলের কর্মীদের এবং জেলায় জেলায় দলীয় দফতর রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ।"দলের একটা অংশ হারের অনেকটা 'দায়' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপরে চাপাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন শুভেন্দুর কথার উপরে বেশি ভরসা করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিজেপির অন্দরে। ইতিমধ্যেই পরাজিত প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাঁকে 'কাঠি' করে অন্য আসনে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন। দিলীপের লক্ষ্য যে শুভেন্দু, তা রাজ্য বিজেপির সকলেই জানেন। বিষ্ণুপুর আসনে জয়ী সৌমিত্র খাঁ রাজ্য স্তরে 'অভিজ্ঞ' নেতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তৃণমূলের সঙ্গে কারও কারও বোঝাপড়া হয়ে থাকতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন। নামোল্লেখ না করলেও রাজনীতিতে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই রাজ্য সভাপতি হয়ে যাওয়া সুকান্ত মজুমদারই যে সৌমিত্রের প্রধান লক্ষ্য, সেটা স্পষ্ট।শুভেন্দু এই সংক্রান্ত কোনও মন্তব্য কোথাও করেননি। তবে সুকান্ত এই পরাজয়ের পিছনে রাজ্য নেতৃত্বের 'ত্রুটি' রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে চান। তিনি বলেন, "সত্যিই তো, এত খারাপ ফল আমাদের হওয়ার কথা ছিল না! হয়েছে যখন, তখন নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি ছিল। সেটা আমি অস্বীকার করতে পারি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ত্রুটি খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে।" একই সঙ্গে সুকান্ত বলেন, "ফল তো শুধু বাংলায় খারাপ হয়নি, গোটা দেশেই। সুতরাং কোথায় ত্রুটি, তা বুঝতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।"

বিজেপিতে এমন সব প্রকাশ্য দাবির আড়ালে অন্য আলোচনাও রয়েছে। আর সেই আলোচনায় কাঠগড়ায় যেমন রাজ্য নেতৃত্ব, তেমন কেন্দ্রীয় নেতারাও। সব মিলিয়ে পদ্মশিবিরের অন্দরের আলোচনায় প্রাথমিক ভাবে পাঁচ 'ভিলেন' খোঁজার কাজও হয়ে গিয়েছে। বলা হচ্ছে, জিততে পারত এমন চারটি এবং আগে জেতা আটটি আসনে দল হেরে গিয়েছে এই সব কারণেই।রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বাংলার নেতাদের দূরত্ব। মানুষ কী চায়, সেটা বোঝায় খামতি ছিল। প্রচারে এমন এমন বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের যোগ কম। অন্য দিকে, তৃণমূল সেই কাজটাই করে ভোটে বাজিমাত করেছে। 'বিকশিত ভারত', 'মোদীর গ্যারান্টি', 'সূর্যোদয় যোজনা'-র মতো ভারী ভারী বক্তব্যের চেয়ে কী করে সংসার চালাতে সুবিধা হবে, সেই দিকে জোর দেওয়া উচিত ছিল।কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা। রাজ্য বিজেপির অনেকেই বলছেন, বাংলায় কী ভাবে ভোট হবে, কোন কোন বিষয়ে প্রচারে জোর দেওয়া হবে, সবই ঠিক করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আর রাজ্য নেতারা 'হ্যাঁ'-তে 'হ্যাঁ' মিলিয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই উঠছে দিলীপের আসনবদল প্রসঙ্গ। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে, আগে দিলীপ যে ভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের সব কথা মেনে না নিয়ে পাল্টা মতামত জানাতেন, তেমন এখন কেউ করেন না। এমনকি, এমন হারের পরেও রাজ্য বিজেপির মতামত শোনা হবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করছেন নেতাদের একাংশ। বর্তমান বিজেপির যা সংস্কৃতি, তাতে অমিত শাহ যে কারণ বলবেন, যে পথে হাঁটতে বলবেন, সেটাই শিরোধার্য করে নিতে হবে। রাজ্য নেতাদের 'না' বলার নিয়ম নেই মোদী-শাহের বিজেপিতে।সাংগঠনিক দুর্বলতা। ২০১৯ সালে বিজেপি দুর্বলতা সত্ত্বেও ভাল ফল করেছিল মূলত প্রবল মোদী হাওয়ায়। এ বার সেই হাওয়া না থাকাতেই সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। তাতে সরাসরি অভিযোগের মুখে সংগঠন সামলানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। বিধানসভা নির্বাচনের পরে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁদের অনেককে রেখে দেওয়া এবং অনেক যোগ্যকে বাদ দেওয়াও হারের বড় কারণ বলে মনে করছেন কেউ কেউ। বিজেপির ওই অংশ এমনটাও দাবি করছে যে, দলের নেতাদের একাংশের 'ঔদ্ধত্য' বেড়ে যাওয়া, সরাসরি উচ্চপদে আসীন হয়ে যাওয়া বিজেপির সামগ্রিক ক্ষতি করেছে। যার প্রভাব পড়েছে ভোটের ফলে।সঙ্ঘ পরিবার। দলের নেতাদের একাংশের দাবি, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়। তার এক মাস আগে থেকেই রাজ্যে সেই কর্মসূচি সফল করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদ্বোধনের পরে বাংলা থেকে ট্রেন ভরে ভরে দলীয় কর্মীদের অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখন মনে করা হচ্ছে, সেই সময়ে দল ভোটার তালিকা সংশোধন বা বুথ স্তরে সংগঠন বিস্তারে সময় দিলে ভোটে লাভ মিলত। দলের এক নেতার দাবি, "রামলালা দর্শনের যে আয়োজন করা হয়েছিল, তার ফল ভোটে মেলেনি। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা এমনিতেই বিজেপির ভোটার। নতুন ভোটার টানার জন্য বাংলায় রামনাম যে ফল দেবে না, সেটা বোঝেননি বিজেপি-সহ সঙ্ঘ পরিবারের নেতারা।"

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাতে আবার দেবী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তাঁকে আদেশ করে বললেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা শ্বেতশিমুল গাছের নীচে একটা শিলাবিগ্রহ রয়েছে। সেই বিগ্রহ একটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তার পুজোর ব্যবস্থা করবি। আমি হলাম উগ্রতারা। জঙ্গলের মধ্যে শ্মশানে আমার বাস।' পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে সেই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শ্বেতশিমুল গাছের নীচ থেকে শিলাবিগ্রহ আবিষ্কার করলেন জয়দত্ত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

সমাজের অত্যাচার শব্দটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আমরা সবাই যেন জড়িয়ে রয়েছি।সমাজব্যবস্থা নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেছিলেন সমাজের সেই সময়কার মাথারা।সামাজিক রীতিনীতি বর্তমান বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার এর মধ্যে মতানৈক্য ফারাক রয়েছে।প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব মতামত ও স্বাধীনতার সত্তা নিজের জীবনে লুকিয়ে রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সাধারণ মানুষের কপালে একটা চিন্তার ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। আমি নিজেও এ সমাজকে তেমনভাবে চিনতে পারিনি, তবে নিজের জীবনের কয়েকটি দুর্ঘটনা প্রীতি কে সামনে রেখে, নিজে বারবার সমাজের যে রীতি রেওয়াজ আছে সেটার উপরে উপলব্ধ করার চেষ্টা করেছি এককথায় গবেষণা চালিয়ে গেছি।একটা জিনিস বারবার উপলব্ধি করেছে মানুষের ভালোর জন্য সমাজের ন্যায়নীতি প্রথা প্রচলন হয়েছে। তারপরেও মানুষ এতটা খারাপ কেন? এই সমাধান আজকের দিনেও আমি পাইনি! মানুষের সংবিধান রয়েছে যা মানুষের স্বার্থে ব্যবহার হয়।এরপরেও মানুষকে কেনই বা অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, কেনইবা নিজের জীবন বাজি রেখে এত আন্দোলনে শামিল হতে হচ্ছে। কেনইবা শত অত্যাচারের পরেও ন্যায় বিচার পাচ্ছে না।কেনই বা এই সমাজের এত মানুষ খুন হতে হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজও মেলে না। আমি নিজেই এসব কিছু ভুক্তভোগী। আমি পড়াশুনা শেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য সহজ উপায়ে ভারতবর্ষের সংবিধান কে সামনে রেখে, নিজে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলাম সমাজ সংস্কারের আশাতে। ১৬ বছর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে লিখতে আজকের দিনের সৌভাগ্য হয়েছে যে বিশ্বের দরবারে আমার লেখাটা পৌঁছে দিতে পারছি। এই অনলাইনে যুগে বিশ্বের মানুষ বিশ্বের বাঙালি হয়তো এই বাংলায় কিছু কথা আমার মাধ্যমে জানতে পারছে। এর ফলে যে মানুষগুলো আমি আপন মনে করে বিশ্বাস করতাম, তারা একের পর এক আমার ক্ষতি করে গেছে। প্রতিটি মানুষ জীবনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা হচ্ছে নিজেই একমাত্র চাবিকাঠি সে কথা প্রসঙ্গে আজ আমি চাণক্য নীতির কথা তুলে ধরতে চলেছি।জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা। কিন্তু সেই পথে মানুষ অনেক সময়ই চিনতে পারেনা কে সত্যিকারের বন্ধু আর কে শত্রু আমরা সবাই কোন না কোন সময়ে, ভেবে বা না ভেবে, ভুল করে হলেও অনেক সময় সমাজের স্বার্থপর, লোভী, খারাপ মানুষদের সাথে, বা তাদের বাইরের রূপ অথবা ব্যবহার দেখে বন্ধুত্ব করি । কিন্তু আমাদের ভুল তখন ভাঙ্গে, যখন তারা আমাদের ক্ষতি করে । আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যায় । আমরা ভাবি এটা যদি আগে বুঝতে পারতাম, এই মেয়েটির বা ছেলেটির আসল রূপ এত নোংরা, তাহলে হয়তো আমাদের এতটা কষ্ট, এতটা ক্ষতি হত না । কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই, মহামতি চাণক্য এমন কিছু নীতি, এমন কিছু পদ্ধতি বলে গেছেন, যদি সেই নীতি বা পদ্ধতিগুলি মন দিয়ে বুঝে, নিজেদের জীবনে ব্যবহার করতে পারা যায়,সে নীতি অনুসরণ করে আমি আমার ভাষাতে মানুষ চেনার সহজ উপায় কথাগুলো তুলে ধরতে চাই। আমরা সবাই জানি,একজন মানুষ সত্যিকার প্রেমী তখনই হয়, যখন সে তার প্রেমের জন্য সব কিছু করতে পারে । এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত তুচ্ছ ভাবতে পারে । যেমন ধরা যেতে পারে একটা মৌমাছি । একটা কালো মৌমাছির যা শক্তি আছে, তাতে সে শক্ত জিনিস ভেদ করতে সক্ষম । কিন্তু সেই মৌমাছি যখন একটা পদ্মফুলে আটকে যায় এবং সেখান থেকে বের হবার ক্ষমতা থাকলেও সে বের হয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

ফের গাজায় ভয়ংকর আঘাত হানল ইজরায়েল

করছে ইজরায়েলি ফৌজ। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, মধ্য গাজার দেইর-আল-বালাহ শহরে ইজরায়েলের বিমানহানায় ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে, রাফায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সময় বোমাবর্ষণে দুই পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। যা নিয়ে ফের একবার ইহুদি দেশটির প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়েছে আন্তর্জাতিক মহলের। সকলেই দাবি জানাচ্ছেন অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির।বলে রাখা ভালো, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্যালেস্টাইনের স্বীকৃতির দাবি বহুদিনের। সম্প্রতি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য করার প্রস্তাব পাস হয়েছে। যা নিয়ে এমনিতেই ক্ষোভে ফুঁসছে ইজরায়েল। এর মাঝেই ইহুদি দেশটির সঙ্গে সংঘাত বাড়িয়ে গত মে মাসে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দিয়েছে স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে স্লোভেনিয়া। সেদেশের পার্লামেন্টে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছে। যাতে এই যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে চাপ বাড়ে ইজরায়েলের উপর।

বিপ্লবী পারুল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবীদের বাঁচাতে

অনুশীলন সমিতির গোপন নথিপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেন:-

কলমে:- বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন অগ্নিকন্যা বিপ্লবী পারুল মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মনোরমা দেবী।আসল নাম পারুলবালা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পিতৃভূমি ছিল ঢাকায়। তার ছোট বোন ঊষা মুখোপাধ্যায় ও বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন । তার বড়ো ভাই ছিলেন অনুশীলন দলের নেতা অমূল্য মুখোপাধ্যায়। দাদার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন।

পারুল মুখোপাধ্যায় পরিবার ছিল রাজনৈতিক পরিবার। বাঙালি মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী দের ভেতর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম পারুল মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবী পূর্নানন্দ দাশগুপ্তের হাত ধরে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। শান্তি, নীহার, আরতি, খুকি শোভারানী, রানী, সুরমাদেবী ইত্যাদি অসংখ্য ছদ্মনামে সক্রিয় ছিলেন। পূর্নানন্দ দাশগুপ্ত আর শ্যামবিনোদ রায়চৌধুরী ছাড়া তার আসল নাম কেউই জানতেননা। উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়, গোয়ালাপাড়ায় বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্র ঘাঁটি থেকে ১৯৩৫ সালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ঐ বছর ৩১ অক্টোবর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে অন্যান্য পুরুষ বন্দীদের সাথে তার নামেও মামলা চলে। সহকর্মীদের সাথে পাল্লা দিয়ে বোমা, বিস্ফোরক তৈরী, লাঠিখেলা ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ১৯৩৯ সালে মুক্তি পান। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনি সমাজ সেবা ও বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী দাদার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পারুল মুখোপাধ্যায় কুমিল্লায় একটি বিশেষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেছিলেন।

বন্দেমাতরম সমস্বরে চিৎকার করে বাড়ির উঠান থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকে গোপন নথিতে আগুন দিয়েছিলেন পারুল। ১৯৩৩ সাল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় তখন তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। ততক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছেন বছর আঠেরোর পারুল মুখোপাধ্যায়। দাদা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী অমূল্য মুখোপাধ্যায়। দাদার পথ ধরেই বিপ্লবের কাজ করছেন বোন পারুল। রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর- প্রভৃতি নানা জায়গায় অনুশীলন সমিতির সংগঠন গড়ার কাজ করছিলেন তিনি।

টিটাগড়ে তৈরি হচ্ছে অ্যাকশন প্ল্যান। বাড়িতে মহিলা থাকলে সন্দেহমুক্ত থাকা যায়। ডাক পড়ল পারুলের। বাইরে থেকে সাধারণ গেরস্থ টিটাগড়ের সেই বাড়ি। ভিতরে চলছে বোমা তৈরি। বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হচ্ছে।

২০ জানুয়ারি, ১৯৩৫ সাল। তখন ভোর চারটে। গোপন খবর পেয়ে টিটাগড়ের সেই বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশ। বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পালের সঙ্গে বাড়িতে তখন পারুল। অন্ধকারে তিনজনেই ছাদে উঠলেন। পূর্ণানন্দ ও শ্যামবিনোদ একতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিতেই গ্রেফতার। তাই দেখে বাড়ির ভিতরে উঠোনে লাফ মারলেন পারুল। ঘরে ঢুকে গোপন নথিতে ধরিয়ে দিলেন আগুন। দরজা ভেঙে পুলিশ ঢুকতে ঢুকতে বেশ কিছু নথি পুড়ে ছাই। অর্ধদগ্ধ নথি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। পিস্তল, বিস্ফোরক, বোমা তৈরির ফর্মুলা উদ্ধার হল। গ্রেফতার হলেন পারুল দেবী।পুলিশ হেডকোয়ার্টাসে জেরা করেও পারুল দেবীর পেট থেকে কথা বের করতে পারেনি পুলিশ। অশালীন কথা, গালাগালিতেও কাজ না হওয়ায় গোয়েন্দা অফিসার খেপে গিয়ে পারুলেবীর দিকে ছুটে যান। চিৎকার করে জুতো ছুড়তে থাকেন পারুল মুখোপাধ্যায়। অন্য অফিসার ছুটে এসে অবস্থা সামাল দেয়।

রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের চেষ্টা- নানা অভিযোগে আলিপুর কোর্টে ট্রাইব্যুনালে চলে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে রায় বের হয়। ১৭ জনের সাজা হয়। পূর্ণানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, শ্যামবিনোদের দশ বছরের জেল। অন্যদেরও কঠিন শাস্তি। ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় পারুল মুখোপাধ্যায়ের।

পারুল মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে মুক্তি লাভের পরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ১৯৯০ সালের ২০ এপ্রিল মারা যান।

সিনেমার খবর

গর্ভে সন্তান জেনেও ধূমপান ছাড়তে পারেননি রানি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের বহু তারকা রয়েছেন যারা ধূমপানে আসক্ত। শুটিংসেটে শাহরুখ থেকে শুরু করে কারিনা, বড় বড় তারকাদের একাধিকবার ধূমপানের চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে।

যেই তালিকায় ছিলেন অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই সিগারেটের নেশায় ডুবে ছিলেন এই নায়িকা। বাবা-মায়ের নিষেধের পরেও ধূমপানের নেশা ছাড়তে পারেননি তিনি।

একাধিক সাক্ষাৎকারে রানি জানিয়েছেন, ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করেও ছাড়তে পারতেন না। খুব অস্বস্তিতে ভুগতেন। এমনকি মায়ের থেকে বাঁচতে বাথরুমে গিয়ে ধূমপান করতেন।

শুধু তাই নয়, রীতিমতো ডিয়োড্রেন্ট ব্যবহার করতেন চড়া গন্ধের। মুঠো মুঠো মিন্ট রাখতেন নিজের স্টকে। যেন কেউ বুঝতে না পারে তিনি সিগারেট খেয়েছেন।

রানির ধূমপানের এই প্রভাব পড়ছিল গর্ভজাত সন্তানের উপরেও। বিয়ের পর যখন তিনি প্রথমবারের মতো সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন, তখনও ধূমপান ছাড়তে পারেননি।

বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকারে নিজের সেই কঠিন সময়ের কথা তুলে ধরেছেন এই অভিনেত্রী। জানিয়েছে কতটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে।

রানি বলেন, সন্তানের কথা ভেবে একটা সময় স্থির করি ধূমপান ছেড়ে দিব। তবে সেটা রাতারাতি সম্ভব হয়নি। যখন গর্ভে সন্তান ছিল, তখন ঝুঁকি নিতে পারছিলাম না। অবশেষে স্থির করলাম একটু একটু করে সরে আসব।

সেই চেষ্টাতেই সফল হয়েছেন রানি মুখার্জি। ধীরে ধীরে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনেন তিনি। একটা সময়ে পুরোপুরি বন্ধ করে দেন সিগারেট আসক্তি।

বিয়ে ও সন্তানের তথ্যফাঁস, এক শব্দে উত্তর দিলেন দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয় ও রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তিজীবন নিয়ে প্রায় আলোচনা আসেন দেব। দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে রুক্মিণী মিত্রের প্রেম নিয়ে নেটদুনিয়ায় বেশ সরব। তারা কখনো পারস্পরিক সম্পর্কের কথা অস্বীকারও করেননি। প্রেমের গভীরে ডুবে থাকা দেবের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে বসেছে টালিউড অঙ্গন।

এর আগে গুগলে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসেছে দেব-রুক্মিণীর রসায়ন নিয়ে। সেখানেই প্রশ্ন দেবের স্ত্রী কে? উত্তর 'দেব একজন অভিনেতা। তিনি কবীর, মাউন্টেন অফ দ্য মুন, সাঁঝবাতির জন্য পরিচিত।' তার পরেই টুইস্ট, তিনি ৬ মে, ২০২১ থেকে রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ! তাদের একটি সন্তানও রয়েছে, যার বয়স তিন বছর। এমন একটি পোস্ট নায়কের ফ্যান ক্লাব থেকে হতেই নেটদুনিয়ায় ভাইরাল!

'গুগল না থাকলে জানতেই পারতাম না!' বিস্ময় কাটতেই জবাব দিয়েছেন দেবও। তিনিও কি কম রসিক? মাত্র একটি শব্দ 'আমিও', খরচ করে দুধ আর জল আলাদা করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে গুগল! নির্বাচনের আগে প্রযোজক-নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যফাঁস। তিন বছর আগে তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে! এখানেই শেষ নয়; তার নাকি তিন বছরের একটি সন্তানও আছে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই 'হায় হায়' করে উঠেছেন তার অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী। এ খবরে টালিউডও নড়েচড়ে বসেছে। কী বলছেন দেব? খবর তিনিও হতভম্ব।

১ জুন সপ্তম দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, যাদবপুর, বারাসত, দমদম, বসিরহাট, জয়নগর (এসসি), মথুরাপুর (এসসি), ডায়মন্ড হারবারে। ৩০ মে ছিল নির্বাচনি প্রচারের শেষ দিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেব। গত তিন মাস ধরে সব দল তাদের কর্মীদের নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। নিজের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বার্তায় তাদের পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। দেবের প্রার্থনা যে দলই জিতুক, দেশ যেন এগিয়ে যায়। দেব বরাবরই ব্যতিক্রমী। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সম্মান জানিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনেও যে তিনি এত বড় ব্যতিক্রমী হবেন তা কে জানত?

কেন রাজনীতি ছাড়ছেন মিঠুন চক্রবর্তী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক হিট ছবি দিয়ে অভিনয় জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। জীবন যাত্রায় ভক্তদের থেকে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছেন। পদ্মভূষণ পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন তিনি।

এ কিংবদন্তি অভিনেতা অভিনয় জগৎ থেকে রাজনীতির মাঠে নাম লিখিয়েছেন । সম্প্রতি বিজেপির হয়ে ভোটের প্রচারেও দেখা গিয়েছিল তাকে। এবার পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীকে। ভারতীয় গণমাধ্যমকে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি কোনও সময়ই দুটো কাজ একসঙ্গে করি না। আমার পার্টি হয়ে কাজ করার কথা ছিল ৩০ তারিখ পর্যন্ত। সেটা করে দিয়েছি। এবার কাজ হল, আমার নিজের সিনেমার জগতে ঢুকে যাওয়া। তাই সিনেমার কথা বলব, রাজনীতির কথা বলব না।'

উল্লেখ্য, দীর্ঘ বিরতির পর আবারও অভিনয় জগতে ফিরে এসেছেন মিঠুন। দশর্কদের উপহার দিয়ে চলেছেন সুপারহিট ছবি। যার মধ্যে রয়েছে দেবের সঙ্গে 'প্রজাপতি', 'কাবুলিওয়ালা'। বর্তমানে রাজ চক্রবর্তীর ছবি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি এই ছবিতে ঋত্বিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন মিঠুন। অন্যদিকে, সোহমের প্রযোজনায় তৈরি একটি ছবিতেও দেখা যাবে তাকে।

সালমানকে যেভাবে মারতে চেয়েছিল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিপদ যেন কিছুতেই আর পিছুই ছাড়ছে না বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের। অভিনেতার ওপর আবারো হামলার পরিকল্পনা! সালমান খানের বাড়িতে সরাসরি গুলিবর্ষণের ঘটনার পর এবার তার গাড়িতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা একটি গ্যাং গ্রুপ 'বিষ্ণু গ্রুপ' এর সদস্য বলে জানা গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম এএনআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, সালমানকে প্রাণে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তারা পাকিস্তানি অস্ত্র সরবরাহকারীর কাছ থেকে অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা করেছিল। তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা সালমানের বাড়িতে ও ফার্মহাউসে রেকি করে গিয়েছিল। এর আগে এই পরিকল্পনায় অভিযুক্ত একজন পাকিস্তানি নাগরিকের সঙ্গে ভিডিও কলে যোগাযোগ করে। তার কাছ থেকে একে-৪৭ র মতো অস্ত্র অর্ডার করা হয়েছিল।

পুলিশ আরো জানিয়েছে ওই গ্যাংয়ের সকল সদস্য সালমান খানের ওপর নজর রাখছিল। এই নায়কের ওপর হামলা চালাতে নাবালকদের ব্যবহার করার পরিকল্পনাও ছিল। হামলার পর নৌকায় করে শ্রীলঙ্কায় পালিয়ে যাওয়ারও পরিকল্পনা ছিল তাদের।

এর আগে মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় সালমান খানের বাড়ি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল একদল দুর্বৃত্ত। তাদের একজন তারাম ওই একই গ্যাংয়ের সদস্য ছিল। মূলত সালমান খানকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যই ছিল ওই গ্যাংয়ের।

সত্যিই কি ৯ বছরের বড় অভিনেত্রীকে বিয়ে করছেন শুভমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ গুঞ্জন উঠেছে ভারতীয় দলের জনপ্রিয় ক্রিকেটার শুভমান গিল নাকি বিয়ে করছেন। সঙ্গে রটে গেল সারা আলি খান বা সারা তেন্ডুলকর নয়, শুভমানের পাত্রী বলিউডের আরেক অভিনেত্রী রিধিমা পণ্ডিত। এমনকী, গুঞ্জনে এসেছে পাত্র-পাত্রীর পরিবার এই বিয়েতে নাকি সম্মতি দিয়েছেন। আগামী ডিসেম্বরেই হয়তো বিয়ে করবেন শুভমান ও রিধিমা! তাই প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কী সত্যিই দুই সারাকে ভুলে এখন শুভমানের মনে রিধিমা?

এই গুঞ্জনের উত্তর নিজেই দিলেন অভিনেত্রী রিধিমা নিজেই। সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্ট তিনি জানালেন, 'আজকে সকাল থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছি। সবাই আমাকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিনি। পরে যখন এই গুঞ্জনের খবর পেলাম, তখন মনে হল এবার মুখ খোলা উচিত।'

রিধিমা বলেন, 'আমি শুভমানকে চিনিই না। কখনও আমাদের দেখাও হয়নি। কীভাবে এখবর রটল, বুঝতে পারছি না। আমি একেবারেই সিঙ্গেল। অবশ্যই বিয়ে করতে চাই। তবে শুভমানের সঙ্গে নয়। শুভমানের সঙ্গে আমার নাম জুড়ে যেটা রটেছে, সেটা ভুয়া।' এমনকী, এই নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে ইনস্টাগ্রামে লম্বা পোস্টও করছেন রিধিমা। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে জন্ম নেওয়া ঋদ্ধিমা প্রায় ৯ বছরের বড় শুভমানের চেয়ে। তিনি নাগিনের সপ্তম সিজন থেকেই টিভিতে অভিষেক করেছেন। বিগবস ওটিটির প্রথম সিজনেও দেখা গেছে তাকে। এছাড়াও 'বহু হামারি রজনীকান্ত' ও 'খতরা খতরা খতরা'র মতো টেলিভিশন শো-য়েও দেখা গেছে তাকে। এই মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত ধারাবাহিক নিয়ে। ওদিকে শুভমানও ব্যস্ত বিশ্বকাপ নিয়ে।

বিশ্বকাপে ভারতের

মূল একাদশে কাদের রাখা উচিত জানালেন গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যে ভারত দল বেছে নেওয়া হয়েছে তাতে অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের মিশেল খুব ভাল হয়েছে বলে মনে করছেন সুনীল গাভাস্কার। ২০০৭ সালের পর আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ ভারতের কাছে রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে উপদেশও দিলেন প্রথম একাদশ নিয়ে।

২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে হবে সেই প্রতিযোগিতা। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৫ জুন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। এ ছাড়াও গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান (৯ জুন), আমেরিকা (১২ জুন) এবং কানাডার (১৫ জুন) বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। গাভাস্কার বলেন, 'ভারতীয় দলে তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার ভারসাম্য রয়েছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব এবং যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পান্ত ও শিবম দুবে রয়েছে।'

এক সময় ক্যারিবিয়ান পেসারদের বিনা হেলমেটে সামলেছিলেন গাভাস্কার। কিন্তু এখন সে দেশের পিচ স্পিন সহায়ক। ভারতের এই সাবেক ক্রিকেটার বলেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের পিচ মাথায় রেখে দলে ভারসাম্য রাখতে হবে। দলে তিন জন স্পিনার এবং দু'জন পেসার রাখা উচিত। সেই সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া রয়েছে। আমার মনে হয় তা হলেই ভারসাম্য তৈরি হবে।'

গাভাস্কারের মতে ভারতীয় দলে এমন ব্যাটারেরা রয়েছেন যারা তিন ধরনের ক্রিকেটই খেলতে পারেন। তিনি বলেন, "দলে একাধিক ব্যাটার রয়েছে যারা তিন ধরনের ক্রিকেটই খেলতে পারে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতের ব্যাটিং লাইন আপটা এমনই।"

মেসির রেকর্ডে ভাগ বসালেন ভিনিসিয়ুস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আরো একটি ফাইনাল; আরো একটা বিগ ম্যাচ। প্রতিপক্ষ বরুশিয়ার বিপক্ষে আরো একবার জ্বলে উঠলেন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেমিফাইনালের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালেও নিজের ঝলক দেখালেন এই তারকা। রিয়াল মাদ্রিদের ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ের পথে ৬ গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। যার একটি ছিল ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ফাইনালের বড় মঞ্চে। ৮২ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ওই গোলটাই নির্ধারণ করে দিয়েছিল ফাইনালের ভাগ্য। স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে একের পর এক ঝলক দেখিয়েই যাচ্ছেন ভিনি। ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন রিয়াল মাদ্রিদের আস্থার প্রতীক। বিগত কয়েক মৌসুম থেকেই রিয়ালের জার্সি গায়ে রীতিমতো আলো ছড়াচ্ছেন এই তারকা ফুটবলার। দুই বছর আগে ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালেও গোল করেছিলেন ভিসিজিয়ুস জুনিয়র। তার সেই গোলেই সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। প্যারিসের সেই ফাইনালে ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলকে হতাশ করেছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে এসে হারালেন জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে। আর এই দুই ফাইনালে গোল করে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা লিওনেল মেসির কীর্তিতে ভাগ বসালেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোলের সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর। ২৪ বছর হওয়ার আগে দুই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোলের কীর্তি আগে ছিল শুধুই মেসির। এবার ভিনিসিয়ুস ভাগ বসালেন মেসির রেকর্ডে। ফর্মের তুঙ্গে থাকা এই ব্রাজিলিয়ান গোল পেয়েছেন ম্যাচের ৮২ মিনিটে। বেলিংহ্যামের অসাধারণ পাস থেকে গোল করতে কোনো ভুলই করেননি এই তারকা। আলতো এক শটে বরুশিয়ার গোলরক্ষক কোবেলকে পরাস্ত করেন তিনি। তার গোলের সুবাদে ২-০ লিডে নিজেদের ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জেতে রিয়াল মাদ্রিদ। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের অ্যাসিস্টের দিক থেকেও মেসির সমান অবস্থানে আছেন ভিনিসিয়ুস। এখন পর্যন্ত ইউসিএল নকআউটে মেসির সমান ১২টি অ্যাসিস্ট করেছেন ভিনি। সামনে আছেন রিয়াল মাদ্রিদেরই কিংবদন্তি বনে যাওয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ১৫ অ্যাসিস্টের রেকর্ড। রিয়ালের হয়ে চলতি মৌসুমটাই অবশ্য দারুণ পার করেছেন ভিনিসিয়ুস। জয় করেছেন লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা। মৌসুমে ২৩ গোলের পাশাপাশি আছে ৯ অ্যাসিস্ট। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৬ গোল করে দলের সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি।

আইরিশদের উড়িয়ে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের জার্সিতে সাদা বলে তিনে ব্যাটিং করলেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নামেন বিরাট কোহলি। তবে হাসেনি তার ব্যাট। তাতে অবশ্য বড় জয় আটকায়নি ভারতের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আইরিশদের ৭.৪ ওভার থাকতে ৮ উইকেটে হারিয়েছেন রোহিত শর্মারা। বুধবার নিউ ইয়র্কের নাসাউ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে বোলিং নেয় ভারত। বুমরাহ-হার্দিক পান্ডিয়ার তোপে শুরু থেকে নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে আইরিশরা। ১৬ ওভারে মাত্র ৯২ রান তুলে অলআউট হয় তারা। আইরিশ শিবিরে শুরুতে বড় দুই ধাক্কা দেন অর্শদীপ সিং। ওপেনার বালব্রিনি (৫) ও স্টার্লিংকে (২) তুলে নেন তিনি। সেখান থেকে ৩৪ রানে ৪ উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড ৪৯ রানে হারায় ৭ উইকেট। শেষে ডিলানি ২৬ রান করায় একশ' ছোঁয়া পুঁজি পায় আয়ারল্যান্ড। জবাব দিতে নেমে বিরাট কোহলি ৫ বলে মাত্র ১ রান করে আউট হন। তবে ওপেনার রোহিত শর্মা ও তিনে নামা ঋষভ পান্ত জুটি গড়ে দলকে জয়ের প্রান্তে নিয়ে যান। রোহিত ৩৭ বলে চারটি চার ও তিন ছক্কায় ৫২ রান করে রিটায়ার্ড হার্ট হন। পরে সূর্যকুমার যাদব ২ রান করে আউট হন। তবে ঋষভ ২৬ বলে ৩৬ রানের হার না মানা ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেন। ভারতের হয়ে অর্শদ্বীপ ৪ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন। বুমরাহ ৩ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। হার্ডিক পান্ডিয়া ৪ ওভারে ২৭ রান খরচ করে ৩ উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া মোহাম্মদ সিরাজ ও অক্ষর প্যাটেল একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

অশ্রুসিক্ত রোনালদো, আবারও হিলালের কাছে ধরাশায়ী নাসর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের ফুটবলে আল নাসরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলাল। এ মৌসুমে একক আধিপত্য দেখায় নেইমারের আল নাসর। দলটির সঙ্গে পেরে উঠছে না ক্রিশ্চিয়ানো রোনারদোর আল হিলাল।

গতকাল শুক্রবার ফাইনালে আল নাসরকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে আল হিলাল। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ শেষ হয় ১-১ সমতায়। টাইব্রেকারে রোনালদো গোল করেন ঠিকই। তবে আল নাসরের শেষ দুটি শট ঠেকিয়ে আল হিলালের নায়ক গোলকিপার ইয়াসিন বোনো।

তবে এদিন ম্যাচে দেখা মিলে ভিন্ন এক রোনালদোর। ম্যাচ শেষ হতেই মাঠে মুখ লুকান তিনি। কিছুক্ষণ পর মাঠেই শুয়ে পড়লেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্না আড়ালের বৃথা চেষ্টা করলেন। তবে ক্যামেরার লেন্স তার হাতের আঙুলের ফাঁকে কান্না ভেজা দুই চোখ খুঁজে নেয়। যা সেলুলয়েডের পর্দায় দেখেছে হাজারো ভক্ত।

সৌদি কিংস কাপের ফাইনালে হারটা মেনে নিতে পারছিলেন এই পর্তুগিজ তারকা। টাইব্রেকারে হেরে যাওয়ার পর এভাবেই রোনালদোর কান্নায় সিক্ত হয় জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামের আঙিনা।

এদিন আলেকসান্দার মিত্রোভিচের গোলে ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই এগিয়ে যায় আল হিলাল। ব্রাজিলিয়ান ম্যালকমের ক্রসে খুব কাছ থেকে হেড করে বল জালে জড়ান সার্বিয়ান এই ফরোয়ার্ড। ৮৮তম মিনিটেই আয়মান ইয়াহিয়ার গোলে সমতা ফেরায় আল নাসর। এরপর অতিরিক্ত সময়ে কোনো দলই আর গোল করতে পারেনি। তাতে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।

এদিকে চোটের কারণে গত অক্টোবর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন নেইমার জুনিয়র। তবে খেলতে না পারলেও লিগ শিরোপার মতো এ দিনও ট্রফি জয়ের উদযাপনে সঙ্গী ছিলেন দলের।

ক্রিকেটকে বিদায় বললেন কার্তিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটার দিনেশ কার্তিক। ৩৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে এবারের আইপিএলে খেলেছেন। তিনি ২০২২ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বশেষ টি-২০ বিশ্বকাপে ম্যাচ খেলেছেন।

অবসরের ঘোষণা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে কার্তিক বলেছেন,ওগত কিছুদিন ভক্তদের থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তাতে আমি অভিভূত। এমন অনুভূতি দেওয়ার জন্য ভক্তদের ধন্যবাদ। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি প্রতিনিধিত্বশীল ক্রিকেটকে বিদায় বলছি। সামনে যে চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তা নিতে মুখিয়ে আছিত্র এবারের আইপিএলে বেঙ্গালুরুও কোয়ালিফায়ার খেলেছে। দল হারলেও ওই ম্যাচে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক জানান, দ্রুতই অবসর নেওয়ার চিন্তা করছেন তিনি। কার্তিক ভারতের হয়ে ২৬টি টেস্ট, ৯৪টি ওয়ানডে এবং টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন ৬০টি। ২০০৪ সালে এমএস ধোনির আগে তার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডসে অভিষেক হয়। খুবই প্রতিভাবান তরুণদের একজন ছিলেন তিনি। কিন্তু ধোনির ছায়ায় কেটে গেছে তার ক্যারিয়ার।

ম্যাচ জিতল ডাচরা, গ্যালারি মাতাল নেপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্যালারি দেখে মনে হয়েছে ম্যাচটি ডালাসে নয় কীর্তিপুরে! টেক্সাসের গ্র্যান্ড পেইরি স্টেডিয়ামের প্রায় পুরোটাই নেপাল দর্শকদের দখলে। দলটির জার্সি গায়ে সমর্থকদের চিৎকারে খুঁজে পাওয়া দায় নেদারল্যান্ডসের দর্শকদের।

তবে প্রিয় দলকে সমর্থন জানাতে মাঠে আসা নেপাল দর্শকদের হতাশায়ই পুড়তে হয়েছে। তাদের হৃদয় ভেঙে টি২০ বিশ্বকাপে শুভসূচনা করেছে ডাচরা। গতকাল হিমালয়ের দেশটির বিপক্ষে ৬ উইকেটে জিতেছে নেদারল্যান্ডস। গ্রুপ 'ডি'তে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ম্যাচে ডাচদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৯.২ ওভারে ১০৬ রানে গুটিয়ে যায় নেপাল। জবাবে ৮ বল থাকতে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় নেদারল্যান্ডস।

এই গ্রুপে বাংলাদেশ থাকায় নেদারল্যান্ডস-নেপাল ম্যাচের দিকে চোখ ছিল সবার। এদিন টস করতে নেমেই ইতিহাসের পাতায় ঢুকে গেছেন নেপাল অধিনায়ক রোহিত পাউড়েল। টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক এখন তিনি। রোহিত পেছনে ফেলেছেন জিম্বাবুয়ের সাবেক অধিনায়ক প্রসপার উতসেয়াকে।

২০০৭ বিশ্বকাপে কেপটাউনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ২২ বছর ১৭০ দিন বয়সে নেতৃত্ব দেন উতসেয়া। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে গতকাল নেপালকে নেতৃত্ব দেওয়া রোহিতের বয়স ২১ বছর ২৭৬ দিন। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা নেপাল যে একশর বেশি রান করেছে, তা রোহিতের কল্যাণেই। মিডল অর্ডারে তাঁর ৩৭ বলে ৩৫ রান ২০ ওভারের ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই না হলেও দলকে আরও কম রানে অলআউটের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। শেষ দিকে গুলশান (১৪) এবং কারানের (১৭) ছোট্ট ইনিংসে কিছুটা লড়াইয়ের পুঁজি পায় তারা। ডাচ পেসার ফন বিক ও টিম প্রিঙ্গল তিনটি করে উইকেট নেন। এ রানের টার্গেট তাড়া করতে নামা ডাচরা দলীয় ৩ রানে হারায় ওপেনার মাইকেল লেভিটকে। দ্বিতীয় উইকেটে ম্যাক্স ওদুদ ও বিক্রমাজিত সিং শুরুর ধাক্কা সামলে গড়ে ৪০ রানের জুটি। ২২ রান করে বিক্রমাজিত আউট হওয়ার পর রানের চাকা মন্থর হয়ে যায় ডাচদের। তবে ম্যাক্স ও'দুদের ব্যাটিং দৃঢ়তায় নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপে করেছে উড়ন্ত সূচনা। ও'দুদের ব্যাট থেকে আসে ৫৪ রানের ইনিংস।

সেন্ট লুইসের বিপক্ষে পয়েন্ট হারাল মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চেজ স্টেডিয়ামে ২ জুন সেন্ট লুইসের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। পয়েন্ট ভাগাভাগি হলেও টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মেসির দল। ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ১৮ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৫।

পয়েন্ট হারানোর ম্যাচে তিন-তিন বার পিছিয়ে পড়ে ইন্টার মায়ামি। ১৫ মিনিটে প্রথমবার ডারকিনের গোলে পিছিয়ে পড়ে মেসির দল। ১০ মিনিট পর মেসি সমতায় ফেরান মায়ামিকে। বার্সায় যেভাবে ম্যাচের পর ম্যাচ অ্যাসিস্ট করে যেতেন, তেমন আরেকটি অ্যাসিস্ট করেন আলবা। বিরতির আগে আরও একবার এগিয়ে যায় লুইস, ৬ মিনিট পর জর্দি আলবার সহায়তায় ম্যাচে সমতা টানেন সুয়ারেজ।

৬৮ মিনিটে দুর্ঘটনা ঘটান এই উরুগুয়ে স্ট্রাইকার। নিজেদের জালেই এ সময় গোল করে বসেন তিনি। ভাগ্য ভালো যে শেষ বাঁশি বাজার মিনিট-পাচেক আগে সেন্ট লুইসের গায়ে আলবা একটা পেরেক ঠুকতে সক্ষম হন। ভার রিভিউ দেখে রেফারি গোলের সিদ্ধান্ত নিলে এক পয়েন্ট পেয়ে ম্যাচ শেষ করে ডেভিড বেকহ্যামের দল। ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়েছে সেন্ট লুইস।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR